জাতীয় যুব পুরস্কার প্রাপ্ত আত্মকর্মী জনাব উষা রানী বিশ্বাসের সাফল্য

মাগুরা সদর উপজেলার আঠারোখাদা ইউনিয়নের গাংনালিয়া গ্রামের পল্লী বধু উষা রানী বিশ্বাস। স্বামী অরুন কুমার বিশ্বাস একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ব্যবসার এ ক্ষুদ্র আয়ে সংসার কোনমতো চলতে থাকে। এ অবস্থার উত্তরণের জন্য আমি কঠোর পরিশ্রমী ও আত্মবিশ্বাসী উষা রানী স্বনির্ভর আত্মকর্মী হওয়ার জন্য উপযোগী কর্মের সন্ধানে মরিয়া হয়ে উঠি। এমনি সময় আমি আমার এক নিকটতম আত্মীয়ের মাধ্যমে খোঁজ পাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। তখন আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সদর অফিসের মাধ্যমে যশোর যুব প্রশিক্ষন কেন্দ্রে ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষনের জন্য মনোনীত হয়ে ১৯৯৮ খ্রিঃ সালে গবাদী পশু,হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য চাষ প্রশিক্ষন সমাপ্ত করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সদর অফিস থেকে ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা মাত্র যুব ঋণ গ্রহণ করে পোল্ট্রি ফার্ম প্রকল্প গ্রহণ করি। প্রথমবার পোল্ট্রি পালনের লভ্যাংশ দিয়ে প্রকল্প আরো সম্প্রসারন করি। প্রকল্পে আরো লাভ হওয়ায় বেতন ভিত্তিক ০২ জন পুরুষ ও ০২ জন মহিলাসহ আমরা স্বামী-স্ত্রী প্রকল্পে কাজ করতে থাকি। প্রতিমাসে আমার প্রকল্পে নীট আয় প্রায় ২৫,০০০/- টাকা উপার্জন হতে থাকে। আমার প্রকল্পের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে আমি ২০০২ সালে একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে জাতিয় যুব পুরস্কার প্রাপ্ত হই। তখন থেকে আমি একজন সফল আত্মকর্মী । আমার প্রকল্প ও উপার্জন দেখে আমার প্রতিবেশীদের অনেকে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আমার পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করে স্বনির্ভর আত্মকর্মী হয়ে উঠেছে। আমার অন্তিম দিন পর্যন্ত আমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ,পরামর্শ ও ঋণ দান সহায়তার কথা সারাজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে যাবো।

উষা রাণী

উষা রাণি বিশ্বাস
স্বামী-অরুন কুমার বিশ্বাস
গ্রাম+পো:-গাংনালিয়া
মাগুরা সদর, মাগুরা